রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৬, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪২৭/ ০১ অক্টোবর ২০২০

নং **৩৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০১.২০.৮৫**—গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে "জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯" অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত নীতিটি গেজেটে এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশিক নূর
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

"জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯"

১. ভূমিকা

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও অটুট স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের এ সকল চাহিদা পূরণ ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্কুল মিল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি থাকা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের নিরিখেই এ নীতিটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতিতে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয়দের অধিকতর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি কার্যক্রমটি স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করায়ও সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। প্রণীত এ নীতির আলোকে স্কুল মিল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০'-এর শিক্ষা-লক্ষ্য অর্জন ও মধ্যম আয়ের দেশের পথে অগ্রযাত্রায় যোগ হতে পারে নতুন মাত্রা।

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ৯টি দেশের একটি। এ দেশের প্রতিটি নাগরিক সাংবিধানিকভাবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগতভাবে বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ ভোগের সমান অধিকারী (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫)। একই পদ্ধতির সমমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭)। রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে জনগণের পুষ্টি ও জনজীবনের উন্নতি সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮)।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী যৌথভাবে ২০১১ সাল থেকে শুরু করে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, যা বর্তমানে দেশের ১০৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৩২.৩১ লক্ষ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি স্কুল দিবসে প্রতিটি শিশুকে উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। সময়ে সময়ে বিস্কুটের স্বাদের বৈচিত্র্য আনয়নপূর্বক বিস্কুটকে উপাদেয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৩টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে রান্না-করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। স্কুল মিল কর্মসূচিকে সর্বজনীন করার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

১.২ যৌক্তিকতা

সরকার পরিচালিত খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টি কার্যক্রমে দরিদ্র পরিবার, বিশেষত নারী ও শিশুরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে শিশু জনসমষ্টি, যারা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ বিদ্যালয় দুই শিফটে চলে। বিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত শিখন সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের সংযোগ সময় (contact hour) বৃদ্ধির জন্য এক শিফ্ট চালু করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শিশুদের দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান নিশ্চিত করা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিদ্যালয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিশেষত দরিদ্র শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য তা অত্যন্ত জরুরি।

সরকার বিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন, শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি, ছেলে-মেয়ের বৈষম্যসহ শিক্ষায় সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন, প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসব কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এই কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়েছে, নীরব বিচ্যুতি (silent exclusion) ও ঝরেপড়া (dropout) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শ্রেণিকক্ষ উন্নয়ন, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উন্নয়নসহ শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কুল মিল কর্মসূচিকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে শিক্ষায় সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন, শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা এবং শিখনফল অর্জন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখা সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এ জন্য স্কুল মিল কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। এই কর্মসূচিকে পৃথক প্রকল্প হিসেবে না দেখে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল পরিকল্পনায় আনা এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োজনে আইন প্রণয়নকে সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। এ জন্যই এ নীতিটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.৩.১ লক্ষ্য

ক. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দেশের সকল শিশুকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্কুল মিল নীতির আওতায় এনে তাদের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় যথার্থ অবদান রাখা;

খ. এই কার্যক্রম শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিসহ গ্রাম ও শহর, ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে শিক্ষার মানের পার্থক্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। শিশুদের সাময়িক ক্ষুধা নিবারণ ও পুষ্টি সহায়তার স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষার্থীদের মেধার উৎকর্ষ সাধন, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, সৃজনশীলতা ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক তাদের দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদে পরিণত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

১.৩.২ উদ্দেশ্য

ক. দেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, পাঠে মনোনিবেশ ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখা;

খ. নিরাপদ খাবার পরিবেশন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য-নিরাপত্তার প্রমিত মান তৈরি ও প্রয়োগ করা;

গ. স্কুল চলাকালে শিক্ষার্থীর ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংযোগ সময় বৃদ্ধি করা, যাতে শিক্ষার্থীরা অধিক সময় বিদ্যালয়ে ক্ষুধামুক্ত ও প্রাণবন্ত অবস্থায় আনন্দময় ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে;

ঘ. স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে বিশেষ করে মায়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেশীয় মূল্যবোধ ও খাদ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণপূর্বক স্কুল সময়ে শিশুর পুষ্টি[১] চাহিদা পূরণ এবং স্বাস্থ্যবান, সবল, সক্ষম, মেধাবী জনবল তৈরির মজবুত ভিত্তি গঠন করা।

১.৪ সংজ্ঞা

ক. ***সরকার:*** সরকার বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বোঝাবে।

খ. ***মন্ত্রণালয়:*** মন্ত্রণালয় বলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বোঝাবে।

গ. ***বিদ্যালয়:*** সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বোঝাবে।

ঘ. ***শিক্ষার্থী:*** সরকার অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিশুকে বোঝাবে।

ঙ. ***স্কুল মিল কর্মসূচি:*** সরকার অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত স্কুল মিল কর্মসূচি বোঝাবে।

চ. ***পুষ্টিকর খাবার:*** শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন, বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি-কণা (macronutrient) ও অনুপুষ্টি-কণার (micronutrient) সমন্বয়ে তৈরি সুষম খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার বোঝাবে।

ছ. ***কর্তৃপক্ষ:*** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে বোঝাবে।

জ. ***বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি:*** সরকার অনুমোদিত বছরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, যাতে সরকারের নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক অনুদান এবং প্রকল্প সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি প্রতিবছর জুন মাসে চূড়ান্ত করা হয়।

ঝ. ***পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ:*** এ কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অংশীদারিত্ব, যেখানে সরকার এবং চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে বিনিয়োগ (investment), ঝুঁকি (risk) ও অর্জনে (reward) শরিক হবে।

২. বিবেচ্য বিষয় ও দিকনির্দেশনা

২.১ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল শিশুর অন্তর্ভুক্তি

এই নীতিতে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী শিশুসহ) সকল শিশুকে পর্যায়ক্রমে কর্মসূচির আওতায় আনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অবস্থানের সময় অনুসারে প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে;

---

*[১] বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিতরণ করা পুষ্টিকর খাবার পুষ্টি বিশেষজ্ঞবৃন্দ দ্বারা সুপারিশকৃত এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের নির্দেশিকায় বর্ণিত পরিমাণ খাদ্য-শক্তি (dietary energy), আমিষ এবং অনুপুষ্টি-কণা (micronutrient) সমৃদ্ধ হবে। সময় সময় বাস্তব অবস্থা, ছাত্রদের পুষ্টির চাহিদা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সামর্থ্য, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খাদ্যের ধরন ও পুষ্টি-মানের পরিবর্তন আনা যেতে পারে ।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে সকল শিশুকে এই কর্মসূচির আওতায় আনার পদক্ষেপ নিতে হবে। কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খাদ্যঘাটতি এলাকাসহ আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর (যেমন- দুর্গম চর, হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, চা-বাগানসহ সকল পিছিয়ে পড়া) এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২.২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশে স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসন ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপ্রণালী অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

২.৩ জাতীয় স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি সেল বা ইউনিট গঠন করা হবে। কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণে প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক জাতীয় স্কুল মিল কর্মসূচি কর্তৃপক্ষ (National School Meal Authority) গঠন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.৩.১ স্কুল মিল উপদেষ্টা কমিটি

সরকার মনোনীত উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কর্মসূচির কর্মবিধি, কার্যকারিতা, অর্থায়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার মনোনীত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সভাপতিত্বে এই কমিটির সদস্যদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করবে। স্কুল মিল কর্মসূচির প্রধান নির্বাহী এই কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৩.২ খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র

স্কুল মিল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি 'খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র' গঠন করতে পারে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর কারিগরি সহায়তায় এ ধরনের কেন্দ্র গঠন করার ক্ষেত্রে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান (যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি) কে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রের কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

ক. স্কুল মিল কর্মসূচির গবেষণা পরামর্শক হিসেবে কাজ করা এবং এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত কারিগরি সেবা প্রদান করা;

খ. অর্থায়ন, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, কর্মসূচির গুণগত মান রক্ষা ও কর্মসূচির মূল্যায়নে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াসহ উদ্ভাবনী কর্মপদ্ধতি পরীক্ষা এবং পাইলটিং-এর কারিগরি সহায়তা/পরামর্শ প্রদান;

গ. বিশ্বব্যাপী এ সংক্রান্ত ভালো অনুশীলন/উত্তম প্রয়োগসমূহের রিসোর্স সেন্টার (resource centre) হিসেবে কাজ করা;

ঘ. স্কুল মিল কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে স্কুল মিল কর্মসূচির (Home Grown School Meals) কারিগরি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করা;

ঙ. স্কুল মিল কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা;

চ. গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা অবহিত করা।

৩. স্কুল মিল কর্মসূচির কার্যক্রমের ধরন ও ব্যবস্থাপনা

৩.১ স্কুল মিল কর্মসূচির জন্য ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদাসমূহ

সরকার অনুমোদিত কর্মএলাকায় প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের সকল শিশুকে প্রতি বিদ্যালয়-দিবসে স্কুল মিল কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত খাবার প্রদান করা হবে। কর্মএলাকা ক্রম-সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে জাতীয় স্কুল মিল নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত স্কুল মিল কর্মসূচির জন্য নিম্নলিখিত ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদাসমূহ নিশ্চিত করা হবে:

৩.১.১ প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার (ক্যালরি) ন্যূনতম ৩০% স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হবে, যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩-১২ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.১.২ অর্ধ-দিবস স্কুলের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি-কণার চাহিদার (micronutrient requirements) ন্যূনতম ৫০% স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হবে।

৩.১.৩ বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা (Bangladesh Desirable Dietary Guidelines) অনুযায়ী দৈনিক প্রয়োজনীয় শক্তির ১০-১৫% প্রোটিন থেকে এবং ১৫-৩০% চর্বি থেকে আসা নিশ্চিত করা হবে। তবে স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ ১০%-এর চেয়ে কম রাখতে হবে।

৩.১.৪ ন্যূনতম খাদ্য-তালিকাগত বৈচিত্র্য (minimum dietary diversity) বিবেচনায় নিয়ে দশটি খাদ্যগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যূনতম চারটি খাদ্যগোষ্ঠী নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে, যেখানে কমপক্ষে একটি প্রাণীজ উৎস থেকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

খাবারের ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাদ ও রুচি বিবেচনায় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের দ্বারা, বিশেষ করে মায়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে, স্কুল মিল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হবে।

- প্রতিদিনের স্কুল মিলের খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও খাবারের স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে পুষ্টিচাল (fortified rice), ডাল, পুষ্টিতেল (fortified vegetable oil) ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন মৌসুমী তাজা সবজি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ডিম দিয়ে তৈরি করা হবে, যাতে শিশুদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার শতকরা ত্রিশভাগ ক্যালরি এবং অপরিহার্য অনুপুষ্টি-কণা (micronutrients), পর্যাপ্ত প্রোটিন এবং প্রয়োজনমতো চর্বির চাহিদা স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত হয়।

- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে পাঁচদিন রান্না-করা খাবার দেওয়া হবে এবং একদিন উচ্চ-পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, মা-বাবা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে খাবারের মেনু বা খাদ্যতালিকা নির্বাচন করা হবে।

- খাদ্য প্রস্তুতিতে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও আবহাওয়ার উপর বিরূপ প্রভাব (negative impact) নিরসনের জন্য সাশ্রয়ী উপায় ব্যবহার করা হবে।

৩.২ স্কুল মিল কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে চলমান কার্যপদ্ধতির পরিবর্তে ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এ কার্যক্রমকে উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিদ্যালয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে অংশীজনদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন, পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় জাতীয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন সম্পৃক্ত হবেন। এ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অংশীজনের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

৩.২.১ জাতীয় পর্যায়ে

ক. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় স্কুল মিল নীতি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সংশোধনসহ এই নীতি বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও সরবরাহ করবে এবং নীতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় স্কুল মিল নীতি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

গ. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর 'জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৩.২.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে

বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য যথাক্রমে উপপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রমুখ সম্পৃক্ত থাকবেন। উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনের অংশ হিসেবে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থাকবেন।

৩.২.৩ বিদ্যালয় পর্যায়ে

বিদ্যালয় পর্যায়ে স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলী। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের অবদান ও ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। কর্মসূচিকে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করা সমীচীন। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচিকে বিদ্যালয়ের মূল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় আনার পদক্ষেপ নিতে হবে। পাঠদানের মূল কাজকে ব্যাহত না করে, শিক্ষকগণ এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.২.৪ অন্যান্য অংশীজন ও আন্তঃসমন্বয়

উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলার পুষ্টি কার্যক্রম সমন্বয় কমিটি এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী সংগঠনসহ অন্যান্য অংশীজন বিদ্যালয় পর্যায়ে স্কুল মিল কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও মূল্যায়নে সম্পৃক্ত হতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ক. পুষ্টিমান ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও স্কুল মিল কর্মসূচিতে পুষ্টিবিদদের সম্পৃক্তকরণ

এই নীতির ৩.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দৈনিক ন্যূনতম পুষ্টিচাহিদা ও বিভিন্ন খাবারের পুষ্টিমান নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা পর্যায়ে পুষ্টিবিদদের এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবারেও বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভিটামিন, মিনারেল, প্রি-মিক্স মিশ্রণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পুষ্টিমান নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের তালিকা প্রণয়নসহ প্রদেয় খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের প্রমিত কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। নিয়মিতভাবে কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করতে হবে। খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

স্কুল মিল কর্মসূচির সঙ্গে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কমিটির কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

গ. স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ ধারণা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় বা ক্লাস্টার ভিত্তিতে নিয়মিত এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে:

- খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাবার গ্রহণের কৌশল;
- বিভিন্ন রোগের টিকা, ভিটামিন ‘এ’ ট্যাবলেট, কৃমিনাশক ওষুধ, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি;
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ পানি পান;
- শাকসবজি উৎপাদন ও তা খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ. জিও-এনজিও, সিবিও এবং অভিভাবকদের স্কুল মিল কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ

স্কুল মিল কর্মসূচির সঙ্গে বেসরকারি ও কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের (Non-Government Organizations, Community Based Organizations) সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জিও-এনজিও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা ও স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি কমিউনিটির অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে স্কুল মিল কর্মসূচিতে উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের অভিভাবকদের বিশেষত মায়েদেরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

ঙ. স্থানীয় সমন্বয়

প্রতি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিদ্যালয়ের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পর্যায়ে স্কুল মিল কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪. স্কুল মিল কর্মসূচির অর্থায়ন ও সম্ভাব্য বাৎসরিক ব্যয় নির্ধারণ

স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বার্ষিক বরাদ্দ ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ কর্মসূচির অর্থের প্রধান উৎস হবে। এ লক্ষ্যে সরকার বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি বার্ষিক ব্যয় প্রাক্কলন ও সম্ভাব্য অর্থের উৎস নির্ধারণ করতে পারে।

৫. স্কুল মিল নীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সামর্থ্য ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় রেখে পর্যায়ক্রমে স্কুল মিল কর্মসূচির আওতায় সকল শিশুকে নিয়ে আসার জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত কর্মসূচি তৈরি, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংস্থানের রূপরেখা ও নির্দেশনা এই কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে নেতৃত্ব দিবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর 'জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্কুল মিল কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সেল/প্রকল্প প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থ বছর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবেন। এ বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার পাশাপাশি সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। স্থানীয়ভাবেও অনুরূপ প্রতিবেদন তৈরি করে জনসাধারণকে অবহিত করা যেতে পারে।

৭. অন্যান্য

৭.১ নীতিমালা পরিবর্তন ও পরিমার্জন

সময় সময় বাস্তব প্রয়োজন ও অবস্থা বিবেচনায় সরকার এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও বাতিল করতে এবং যুগোপযোগী করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৭.২ আইন ও বিধি প্রণয়ন

এই নীতিতে বর্ণিত যে কোনো বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজন অনুসারে আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

৮. উপসংহার

উপর্যুক্ত নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাংলাদেশের শিশুদের শিখনসক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ ও আগ্রহী সকল মহলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সার্বিক বাস্তবতা বিবেচনায় সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীকে স্কুল মিল কার্যক্রমের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সংযোজনী - ১

খাদ্যগোষ্ঠী (food groups)ঃ ন্যূনতম খাদ্য-তালিকাগত বৈচিত্র্য (minimum dietary diversity) বিবেচনায় নিয়ে দশটি খাদ্যগোষ্ঠী হলো (ক) শস্য, কন্দ ও শিকড় এবং উদ্ভিদ জাতীয় (grains, white roots & tubers, and plantains), (খ) বিভিন্ন ধরনের ডাল, শিম ও মটরশুঁটি (pulses: beans, peas and lentils), (গ) বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও বিচি (nuts and seeds), (ঘ) বিভিন্ন ধরনের মাংস ও মাছ (meat, poultry, and fish), (ঙ) দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য (dairy), (চ) ডিম, (ছ) গাঢ় সবুজ শাকসবজি (dark green leafy vegetables), (জ) ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ফল ও সবজি, (ঝ) অন্যান্য শাকসবজি এবং (ঞ) অন্যান্য ফলমূল।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd